স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় [illegible] যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 6th June 1962 | ৪র্থ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

S. P. Service

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে [illegible] না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির [illegible] ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা [illegible]টহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

[illegible] ও বিপুলতা আনবে।

[illegible]

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. N.

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

মোগল বাদশাহ্‌দের আমলে

দিল্লীর দিল্লগী (হাসিঠাট্টা)

—০—

ইংরাজ আমলে কলিকাতা মহানগরী ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন ১লা জানুয়ারী সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক সংবাদ জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে দিল্লীতে "করোনেশন দরবার" করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহিষীসহ দিল্লীতে একটি দরবার করেন।

মোগল বাদশাহদের আমলে বিশেষতঃ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে দরবারে নানা প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও পণ্ডিত থাকিতেন। বীরবলের উপস্থিত বুদ্ধি ও ঠাট্টা তামাসার কথা এখনও নানা পুস্তকে দেখা যায়। লোক পরম্পরায়ও অনেক সুমধুর হাস্যরসের গল্প শোনা যায়।

বাদশাহ একদিন বীরবলকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—এক মাসের মধ্যে বাদশাহের দরবারে এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে হাজির করিতে হইবে যে তিনি বাদশাহের সঙ্গে কোন কথা বলিতে পাইবেন না। বাদশাহ তাঁহাকে ইঙ্গিতে যে প্রশ্ন করিবেন, তিনিও ইঙ্গিতে তাহার উত্তর করিবেন। এক মাসের সময় যথেষ্ট ইহার মধ্যেই এই জ্ঞানী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করা চায়। নচেৎ রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। বাদশাহ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলে তাঁহাকে এবং বীরবলকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিবেন।

বীরবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সেই জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বাদশাহী খেয়ালমত জ্ঞানী মানুষ না আনিতে পারিলে সম্রাটের খেয়াল—প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। উনত্রিশ দিন শেষ হইল, মাত্র একদিন সময়। কোথায় সেই ইঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব করা জ্ঞানী পান—ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। আজ শেষ দিন কাজেই আজই দরবারে হাজির হইতে হইবে। রাজধানীর দিকেই চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন এক মেষপালক প্রায় দুইশত মেষ লইয়া মাঠে চরাইতেছে। তাহাকে বীরবল জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি একাই এই মেষগুলির মালিক? মেষপালক বলিল—জী হুজুর আমি একাই এগুলির মালিক। শুনিয়া বীরবল ভাবিলেন—যা থাকে কপালে একেই বাদশাহের নিকট হাজির করা যাক। বীরবলের কথামত সে মেষগুলিকে বেড়ার মধ্যে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। যাইতে যাইতে বীরবল তাহাকে বলিয়া কহিয়া তালিম দিতে লাগিলেন—দেখ, বাদশাহের কাছে গিয়ে কোন কথা বলিবে না—সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। বাদশাহ যে ইসারা করিবেন, তোমার মনে যা হয় তুমিও ইসারা করিবে।

যথা সময়ে এই ভেড়াওয়ালা জ্ঞানীকেই দরবারে উপস্থিত করিয়া বীরবল বলিলেন ইঙ্গিতে উত্তর দিবেন এই জ্ঞানী ব্যক্তি। বলিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন বীরবল।

বাদশাহ সেই মৌন জ্ঞানীকে তাঁহার (বাদশাহের) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী (অঙ্গুলি) দেখাইলেন। ভেড়াওয়ালা পণ্ডিত তখন তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুটি অঙ্গুলি দেখাইল। বাদশাহ তখন তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটি আঙ্গুল দেখাইবামাত্র ভেড়াওয়ালা জ্ঞানী তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি (বুড়ো আঙ্গুল) নড়াইয়া দেখাইল। বাদশাহ হাসিমুখে বীরবলকে বলিলেন এই পণ্ডিত খুব জ্ঞানী আমার সওয়ালের ঠিক জবাব দিয়াছেন। এঁকে অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে সম্বর্দ্ধনা কর। আমি তাহাকে যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি দান করিব। তোমায়ও পুরস্কার দিব যথেষ্ট।

বীরবলের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সেই ব্যক্তিকে রাজ অতিথিশালায় রাখিয়া বীরবল বাদশাহের নিকট আদবের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—খোদাবন্দ কি সওয়াল করিলেন? আর সেই বা কি জবাব দিল? বাদশাহ বলিলেন—আমি যখন এক আঙ্গুল দেখাইয়া মনে মনে বলিলাম—**"লা ইলাহা ইল্লিলা"** এক। তখন জ্ঞানী ব্যক্তি দুই আঙ্গুল দেখাইয়া উত্তর দিলেন এক নয় তার সঙ্গে তাঁহার নাম প্রচারক **"মহম্মদ"** এক। এই দুই প্রধান। যখন আমি আর এক আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলাম কেন? আমি তো বাদশা আমাকে নিয়ে তিন হয় না কি? জ্ঞানী মৌনী বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন—তুমি এইটি অর্থাৎ তোমার কিম্মৎ কিছুই নাই। খুব জবর জবাব। বীরবল নিজের জোর বরাত ভাবিলেন।

বীরবল তারপর অতিথিশালায় গিয়া ভেড়াওয়ালা জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা মেষপালক! তুমি বাদশার সওয়াল কি বুঝিলে আর কি জবাব দিলে? ভেড়াওয়ালা জ্ঞানী বলিল—হুজুর তুমি বাদশার কর্ম্মচারী, নিশ্চয় তাঁকে বলেছ—এর অনেক ভেড়া আছে। বাদশা এক আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লেন আমাকে একটা দিতে হবে। আমি বুদ্ধি ক'রে দেখলাম একটাতে কি হবে? একটা মদ্দা আর একটা মাদী দুটি দিব, ঐ দুটিতেই তোমার অনেক হবে। বাদশা আর এক আঙ্গুল দেখিয়ে বলে—তিনটি দিতে হবে। তখন আমার রাগ হলো তাই, আমি তাঁকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লাম একটিও দিব না। এখন আমাকে বাড়ী যেতে দাও আমি ভেড়া চরিয়ে খাব বাবা এই বাড়ীতে মানুষ থাকে।

বে-আইনী গাঁজা উদ্ধার

গত ২৮শে মে তারিখে জঙ্গিপুরের আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ধুলিয়ানে ধুলিয়ান নিমতিতা-গামী বাস তল্লাসী করিয়া সাড়ে দশ সের ওজনের বে-আইনী গাঁজা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক এবং তাহারা নিজেদেরকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। আসামীদ্বয়কে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেওয়া হইয়াছে। উদ্ধারিকৃত গাঁজার আনুমানিক মূল্য দুই হাজার টাকা।

রাষ্ট্র-ভাষা-সঙ্কটে শঙ্কর

বৃষ কহে বৃষভ-বাহনে—
মাভৈঃ মাভৈঃ দেব! তোমার সাহসে
কারেও করি না ভয় পশু আমি তবু
পশুপতি প্রভু মোর দেব পঞ্চানন।
"হাম্ বা! হাম্ বা!" রবে দিগন্ত কাঁপাই।
"হাম্ বা" তো রাষ্ট্রভাষা!
"আমি আছি" এর বাংলা মানে।
পুরুষত্ব-হান মোরা দুইটি জুটিলে,
শাসক-প্রতীক হই সব নির্ব্বাচনে।

ডিক্রীজারী হইতে না পারিবার কারণ দর্শাইবার নোটীশ

Order 21, Rule 22

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

৭/৬২ মনি জারী

ডিক্রীদার—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং আলুগ্রাম থানা কান্দি

দেন্দার—সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় সাং খৈরটী থানা সাগরদীঘি

যেহেতু উক্ত ডিক্রীদার ৩০।৫৩ মনি দ্বিঃ ডিক্রীজারী জন্য আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। অতএব আপনাকে জানান যাইতেছে যে উক্ত ডিক্রীজারীতে আপনার কোন কারণ থাকিলে ২৬।৬।৬২ তারিখে কোন উকিল দ্বারা অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেণ্ট দ্বারা এই আদালতে উপস্থিত হইয়া কেন ডিক্রীজারীর আদেশ হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবেন।

১৯৬২ সালের ৩১।৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

By Order
Sd/- H. K. Roy, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court Jangipur.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই জুন ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

২২ মর্গেজজারী ডিঃ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড পক্ষে ম্যানেজার মহাদেব ধর দেং সুরেন্দ্রনাথ সরকার দিং দাবি ৭৫৭·১৪ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে লস্করপুর ও দক্ষিণ মহম্মদপুর ৮।০ বিঘার কাত ২·৬৯, ·৫৯, ·৮ আঃ ৯০০৲ ১ম লাট, ৭০০৲ ২য় লাট খং ৬৯৫, ৫৩

সারা ভারতে বসন্ত মহামারীর আশঙ্কা

স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার লোকসভায় বলেন—বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ১৯৬২-৬৩ সালে সারা ভারতে বসন্তরোগ মহামারীরূপে দেখা দিবে। তিনি বলেন যে, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের কর্ম্মীরা একযোগে বসন্তরোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবেন।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা

সোল এজেণ্ট:—***ডাঃ ডি, ডি, হাজরা***
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আর. পি. ওয়াচ কোং

জঙ্গিপুর পৌরসভার দক্ষিণে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

বিঃ দ্রঃ—আমরা যে কোন কোম্পানীর নূতন ঘড়ি দুই সপ্তাহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।